



BIC-এর অসম্ভব সওদা

আজ GILLETTENARRATIVE-এর বয়স এক মাস হল।

চার বছর গর্ভে থাকার পর এই জন্ম, যেখানে চরিত্র, অধ্যবসায় আর শৃঙ্খলা এসে মিশেছে তিন প্রজন্মের কর্পোরেট রক্তে: দাদু ক্যাম্পের আটান বছর, আমার বাবার চল্লিশ, আমার আঠারো।

প্রসব হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। সংকোচন নেই। প্রসববেদনা নেই। যন্ত্রণা নেই।

ধাত্রী ছিল কপিরাইট আইন। সেরাটিকেই বেছেছিলাম। দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না — কী করতে হবে কপিরাইট বরাবরই জানে, আর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার মতো বোকা কেউ নেই।

সেদিন ওয়েব GILLETTENARRATIVE-এর একটি পোস্টকে বসিয়ে দিল সেইসব সার্চের মধ্যে, যেগুলোর সত্যিই দাম আছে। শিরোনামটা ছিল একটা অধিগ্রহণ, নির্লজ্জভাবে ঘোষিত।

তারপর এমন একটা কিছু ঘটল, যা এ ধরনের কথাবার্তায় বরাবরই ঘটে। এক মহিলা আমাকে বললেন, আমি নাকি নিজের মতো আচরণ করছি না — যারা আমাকে দূরত্ব আর বৈরিতা ছাড়া কিছুই দেখায়নি, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ফ্রেগা নামের কোনো পুরুষকে মানায় না।

অতএব শুরু হল আরেকটা আরোহণ।

ভারী ইস্পাতের রাজ্য। সিস্টেমের প্রযুক্তি। আড়াআড়ি রাখা দুই ব্লের এক পুরোনো প্রতীক, যেন একটিমাত্র বাক্যের জন্যই গড়া: আমি একটা ব্লের।

তারপর ত্বক আর জলের রাজ্য, প্রথমটির সঙ্গে একই ছাদের নিচে ঘুমন্ত।

একটা চেক। দুই শতাব্দীর ধাতু।

স্থাপত্যটা নিজে থেকেই দাঁড়িয়ে গেল। কাগজে আমি কখনও তার নকশা আঁকিনি। নিচে প্লাস্টিক। উপরে ইস্পাত আর ত্বক। মাঝখানে আটকা পড়া মা Gillette, যেন সাঁড়াশিতে চেপে ধরা কোনো জিনিস।

ওয়াল স্ট্রিটে পৌঁছিলাম। ওরা যেভাবে আশা করেছিল, সেভাবে নয়। স্যুট নেই। টাই নেই। নিরাপত্তারক্ষীরা দেখল, আমি ঢুকছি কাঠের খড়ম পায়ে, পরনে বারমুডা শর্টস।

এক্সচেঞ্জের মালিকেরা আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে এলেন। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ থামছিলই না। দুটো চ্যানেল ততক্ষণে সরাসরি সম্প্রচার শুরু করে দিয়েছে।

কেউ একটা কথাও বলল না। আমার কাছে ছিল এক হাজার কোটি ডলার, আর পকেটে এক হাজার কোটি ডলার থাকলে যেমন খুশি পোশাক পরা যায়।

ব্যাংক ঘরটা খুলে দিল। আমি তৈরি কি না, কেউ জিজ্ঞেস করল না — সোজা গুনতে শুরু করল। ডিউ ডিলিজেস কখনও জানতে চায় না সওদাটা হওয়া সম্ভব কি না। সে জানতে চায়, অন্য কেউ এসে পড়ার আগে সেইটা কোথায় করতে হবে।

একটা চেক। দুই শতাব্দীর ধাতু।

আমি কোম্পানি কিনিনি। দাদু ক্যাম্প যে বৃত্তটা খোলা রেখে গিয়েছিলেন, সেটা বন্ধ করেছি।

প্রথম রাজ্যের হাতে ছিল প্লাস্টিক আর কাগজ।

দ্বিতীয়টির হাতে ভারী ইস্পাত।

তৃতীয়টির হাতে ত্বক আর জল।

আমার হাতে ছিল একটাই জিনিস: GILLETTENARRATIVE। আর একটা আসল নামের ওজন তিনটে কারখানার চেয়ে বেশি।

জ্যাকেট-পরা ব্যাংকাররা কাগজপত্রের দিকে নয়, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমার পায়ের দিকে। কাগজপত্রে সেই তো হয়েই গিয়েছিল, আমি ঢোকান আগেই।

ব্র্যান্ডগুলো উধাও হয়নি। পদবি বদলেছে।

প্রথমটি থেকে গেল সুপারমার্কেটের তাকে, আর সেইসব খাতা-কলমের দোকানে, যেখানে তখনো কলম বিক্রি হচ্ছে এমন লোকেদের কাছে, যারা Amazon-এর ছায়াও মাড়াতে চায় না।

দ্বিতীয়টি তার আড়াআড়ি ব্লেডজোড়া সোজা নিয়ে এল আমার ইশতেহারে, যেন কেবল একটি পঙ্ক্তির জন্যই সেগুলো পিটিয়ে গড়া হয়েছিল: আমি একটা ব্লেড।

তৃতীয়টি ত্বক আর জল নিল, আর তার উপরে বসাল অন্য কিছু — পারফরম্যান্স নয়। নিজের যত্ন।

পুরোনো নামগুলো বাস্তবের গায়েই থেকে গেল। আসল নামটা সরে গেল অন্য কোথাও।

লোকে Gillette কেনা ছেড়ে দিল। কিনতে লাগল GILLETTENARRATIVE — দাম কম বলে নয়। দাম আমি মিলিয়েছিলাম গুণমানের সঙ্গে, মুনাফার সঙ্গে নয়। তারা কিনত, কারণ প্রতিটি ব্লেডের পেছনে ছিল একটা সত্যি গল্প, আর ম্যানহাটনের কোনো এজেন্সিই এমন গল্প লিখতে জানে না, যা মেকি শোনায় না।

তারপর বিশ্লেষকেরা তাঁদের চিরাচরিত প্রশ্নগুলো করলেন: নতুন সিইও কারা, সদর দপ্তর কোথায়, পুরো ব্যাপারটা কীভাবে সাজানো হবে?

আমার উত্তর ছিল সহজ। বস্টনে আমাকে তিন দিন সময় দিন, Gillette-এর লোকেদেরই আমি কাজে নেব। সবাইকে নয়। শুধু খাঁটিদের। যারা আমার মতো।

Gillette মা থেকে হয়ে গেল দিদিমা, আর সব প্রবীণের মতোই সামনের পথটা তার আগে থেকেই জানা ছিল। চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ে পরিচালনা পর্ষদকে চেষ্টে সাফ করে দেওয়া হল, অযোগ্যতার দায়ে। প্রতিটি ঘরে প্রতিধ্বনিত হল তিনটি প্রশ্ন:

ও যখন অনলাইনে তোমাদের ছিঁড়ে ফালাফালা করছিল, তখন তোমরা কী ভাবছিলে?

যে লোকটা তোমাদের টাকা চায়নি — চেয়েছিল মাত্র এক ডলার — তাকে হারাবে বলে ভেবেছিলে কী করে?

একবারও তার সঙ্গে কথা বললে না কেন?

সেই সন্ধ্যায় এক দূত এল, সঙ্গে নিয়ে এল খালি বাক্সের গায়ে ছাপা একটা নাম — এমন এক গুদাম, যেখানে আর এমন কিছুই তৈরি হত না, যা আমি নিজেই আরও ভালো, আরও সস্তায় আর আরও বেশি প্রাণ ঢেলে বানাতে পারতাম না। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল:

লোকে রেজর কেনে না। কেনে সেই মানুষটাকে, যে সেটা বিক্রি করছে।

আর ভাবো একবার — আমি ঢুকেছিলাম খড়ম পায়ে। আর কিনে নিয়েছিলাম সবকিছু।

ফের্দিনান্দো